বিয়ের মন্তর।

শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

২২।১ রামকিষণ দাসের লেন

কলিকাতা

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১২।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত ,

স্নেহের উপহার।

পাঁচু!

সবাই নিলে লিখিয়ে ছড়া,
তুমিত কিছু চাইলে না।
এত লাজুক হলে ত বাপ,
সংসার করা চলে না।
বাপের ধন ছেলেতে পায়,
সবারিত আছে জানা।
তাই "বিয়ের মন্তর" ছাপিয়ে নিয়ে,
দিলাম তোমায় বইখানা।
সময় পেলে প'ড়ো তুমি,
নিয়ে তোমার বন্ধু জনা।
যদিও হাসবে সবাই জানি মনে,
দেখে শুনে কাণ্ডখানা।

বাদুড়বাগান।
২০ বৈশাখ ১৩২০।

বাবা।

গৌর চন্দ্রিকা।

আজকাল

পদ্যহীন বিয়ে—ভাবলে গা কেঁপে উঠে

আরে ছি ছি লাজে মরে যাই,

বর ক'নে থাক বা না থাক,—পুরুত আসুক আর নাই আসুক

(অন্ততঃ) একটা পদ্য চাইই চাই।

লাল নীল কাগজেতে যা'তা' লেখা

লোকের হাতে দিলেই তাই

তার বদলে একটা "থ্যাঙ্কস্" (thanks)

পেলে একেবারে বর্তে যাই॥

তাই বলি কবিতে গো

আর কিছু নাহি চাই

(আমার) কলমে এসে ভর কর মা

হু হু করে লিখে যাই

(ভাল হ'ক মন্দ হ'ক তাতে কিছু ক্ষতি নাই)

সোজা কিনা, পদ্য একটা চাই ই চাই।

মন্তরের সূচী।

মন্তব্যের সূচী।

বিয়ের মন্তর

মৃণাল বালা।

স্নিগ্ধ সান্ধ্য বসন্তের মারুত হিল্লোলে
মঞ্জু কুঞ্জে কোকিলের শ্লেষ কুহুতানে
আকুল তারকা কুল, চাঁদ পড়ে ঢ'লে
কত ফুল ফুটিতেছে "মালির বাগানে"
এ সময়ে (ও) তবু কেন লজ্জাবতী লতা
ভ্রমরের ভয়ে সদা আছ জড়সড়
সুধাইলে আধবাধ সরেনাক কথা
চলিতে চরণে যেন জড়াইয়া পড়।
সদাই আপন হারা এত কি ভাবনা
কি আবেশে মুদে আসে শান্ত আঁখি-পাতা
সংসার ঝটিকাময় জেনে কি জাননা
পদে পদে পেতে হবে কত ক্লেশ ব্যথা ?
জীবন মরুভূ মাঝে রসালে বেড়িয়া
কহি তাই অনুক্ষণ থেকো স্বর্ণলতা॥

২২শে শ্রাবণ ১৩০০। পান্থ।

প্রীতি উপহার।

দিদি—

হৃদয় উচ্ছ্বাস ভরে, তোমার কোমল করে,
পরাণের ভালবাসা গাঁথিয়া আমার—
দিতেছি যতন করে, সাদরে লহগো এরে
ধর ধর ভগিনীর প্রীতি উপহার।

কেনরে আকাশ আজি এত সুবিমল,
কেন বা চন্দ্রমা তুমি এত সমুজ্জ্বল।
কেনরে জোছনা রাশি পড়ি চৌদিকেতে
মাতাইতে চাহে প্রাণ মধুর সুখেতে।

কেনরে কোকিল বধু মধুর ঝঙ্কারে
নীরস প্রাণের মাঝে সুধার সঞ্চরে।
কেনরে প্রকৃতি আজি এত মধুময়
কেনবা ধরণী আজি ত্রিদিব আলয়।

জাননাকি তুমি ভাই কিসের কারণ,
প্রকৃতি সুন্দরী সতী আনন্দে মগন।
শোননিকি শুভ শুক্ল অষ্টমীর রাতে,
মিলিবে প্রফুল্ল আজি বসন্তের সাথে

প্রফুল্ল নলিনী বং প্রফুল্ল নলিনী,
বসন্তের হৃদি হ্রদে ফুটিবেলো ধনী।
আপনি প্রকৃতি সতী হরষিত মনে,
এসেছেন বেঁধে দিতে পবিত্র বাঁধনে।

ভুবন মোহন এই যুগল মিলন,
হেরিয়া জগৎবাসী পুলকিত মন।
এক বৃন্তে দুটী ফুল বসন্ত নলিনী,
দেখ সবে আঁখি ভরি জুড়াক পরাণি—

কেন দিদি কেন তুমি লাজে ম্রিয়মাণ,
লাজভরে কেন তুমি ঢাকিছ বয়ান্।
পরিণয় সুপবিত্র বন্ধন বন্ধনে,
কত সুখ তুমি দিদি পাইতেছ মনে।

হের দিদি হের তব বসন্ত কুমার,
হৃদাকাশে ধ্রুবতারা জীবনের সার
কান্ত উপদেশ সদা করিয়া পালন,
তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে করিও ভ্রমণ।

ভাল থাক সুখে থাক বসন্ত নলিনী,
নারায়ণ বামে যথা শোভে নারায়ণী।
কিন্তু দিদি ভুলোনাক পাইয়া রতন,
তোমার স্নেহের চারু এই আকিঞ্চন।

জগদীশ দয়াময় করুণা নিদান
আশীষিয়া কর সুখী এ দুটী সন্তান।
চির সুখে সুখী দোঁহে কর ভগবান
সংসার এদের হোক স্বরগ সমান।

স্নেহের ভগ্নী

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭। চারুশীলা।

উষার স্বপন।

নিশা শেষে কি সুন্দর স্বপন দেখিনু :--
যেন, জীবন তটিনী তটে
সাঁঝের তারকালোকে
সেফালিকা উঠিল ফুটিয়া।
তাই, নন্দন কানন পথে
নিভৃত নিকুঞ্জ হ'তে
কত প্রাণী আইল ছুটিয়া॥

কিন্তু, ত্রিদিব আসন হ'তে
নিবারিয়া প্রজাপতি
কহিলেন ডাকিয়া সবারে---
"এমন সৌরভময়
এ ফুল তোদের নয়
সঁপে দিছি যতীন্দ্রের করে॥

আমার আশীষবাণি---
মিলে র'ক্ দুটি প্রাণী,
জীবনের কোলাহল ভুলি।
অতীত সাধনা করি
লভিয়াছে বর্ত্তমানে,
ভবিষ্যতে সুখ পাবে বলি॥"

এ নবীন বরষায়
অস্ফুট জ্যোছনাভায়
যে স্বপন দেখিনু উষায়।
জগদীশ দয়াময়!
যেন গো সফল হয়
"স্নেহলতা" এই ভিক্ষা চায়॥

২৬শে শ্রাবণ ১৩১২ ছোট বোন।

হিরণের বিয়ে।

হিরণ!

গেল মাসের এম্নি দিনে খেল্লি পুতুল আমার সনে
আমার নাতি হলো বর তোর মেয়ে কনে,
(তুই) কিনা আজ কনে সাজ্‌লি হেঁসে আর বাঁচিনে!
গায়ে হলুদের তত্ত্ব পেয়ে আমার কাছে এলি ধেয়ে
বল্লি "পিসি দেখবি আয় কেমন সেজেছে মেয়ে",
তোর নিজের আজ সে সাজ দেখে কত আমোদ উঠচে বুকে
মুখ ফুটে একটুও তার বলতে ত কৈ পাচ্চিনে।
বিয়ের কথা মনে আছে? (যখন) বর দাঁড়াল কনের কাছে
একটা কলা গিলে ফেলে ওয়াক্ তুলে বাঁচিসনে,
তোর সত্যি ঘরের বিয়েতেরে সে সব কাণ্ড আছে যেরে
একটুও ত অঙ্গ হানি দেখতে ত কৈ পাচ্চিনে।
কিন্তু আশীর্ব্বাদী ঘটা যেটা তার ভিতরে নাইক ঝুটা
যদিও তুই বয়সে বড় (তবু) আমি তোর পিসি
আশীর্ব্বাদ করি তোরে সুখী কর নলিনীরে
মনমত পতি পেয়ে আমাদেরও ভুলিস্‌নে।

২১শে ফাল্গুন ১৩১৪। ছোট পিসি।

আমাদের ফিনের হবে বিয়ে।

হো হো হো বড় মজা, কত লুচি হচ্ছে ভাজা
মাছ এসেছে ঝুড়ি ঝুড়ি মুটের মাথায় দিয়ে,
কেন তা জান—আমাদের ফিনের হবে বিয়ে।
গরদের কাপড় পোরে বাবা বেড়ান ঘুরে ঘুরে,
কত লোক খাচ্চে আজ, দৈ সন্দেশদিয়ে,
আমি বুঝি জানিনেকো—ফিনের হবে বিয়ে।
কত আলো কত নিশেন, ঠিক যেন (বল্‌বো) একজিবিসন
পোঁ পোঁ পোঁ বলছে সানাই সরু গলা দিয়ে,
ওগো ফিনের হবে বিয়ে—ওগো ফিনের হবে বিয়ে।
দাদাউ আমার বড় বোকা, কেবল ডাকেন খোকা খোকা
বৌমা ও থেকে থেকে কোলে করে নিয়ে,
কানে কানে বলেন্—"তোমার ফিনের যে গো বিয়ে"
আমি এবার বাবু হয়ে, রকের উপর বসি গিয়ে.
ওই যে বর আসছে গো গো টোপর মাথায় দিয়ে.
হা হা হা বড় মজা—ফিনের আজ বিয়ে।
ঠাকুর তুমি সগেগ থাক আমার একটী কথা রাখ,
ফিনের তুমি ভাল কর মাথায় হাত দিয়ে,
ফিনে বুঝি জাননা কে ? আমার বউমার মেয়ে
(বুঝ্‌তে পাল্লেনা) আমার দাদাউর মেয়ে।

২১শে ফাল্গুন ১৩১৪। ছোট্ট কাকা

ছোড়্দি মনির বিয়ে।

ছোড়দি-মণির বিয়ে হবে আমোদেতে বাঁচিনি।
মেজ্দি সেজ্দি এলো আবার কদ্দিন তাদের দেখিনি॥
বাইরের রকে বাজ্ছে সানাই একটি বারও থামেনি।
এমন মিষ্টি বাজ্না আমি কখন যে শুনিনি॥
লতায় পাতায় সাজিয়েছে ঘর এমন কখন দেখিনি।
"ইডেন্-গার্ডেন" হার মেনে যায় এমনি আলোর জলুনি॥
ছাতের উপর যাবে বলে লোকেদের সব লাফানি।
সেথায় লুচি ভাজা হচ্চে যেগো আলুর দম আর চাটনি॥
বাড়ীর ভিতর যাবার যো নেই মেয়ে-গুণোর মাতুনি।
তার ভেতরে মাঝে মাঝে বউমার আবার বকুনি॥
আমায় কিন্তু কাছে পেলে কোলে নিয়ে তখুনি।
(বলেন্) এমন কোরে দুষ্টুমি কি কত্তে আছে যাদুমণি॥
তোমরা কি কেউ শুন্তে পাচ্চ গড়ের মাঠের বাজুনি?
বাইরে শিগ্গির চল সবাই বর আস্বে এখুনি॥
বরের পাশে চেলি পোরে সেজেছে বেশ ছোড়্দি-মণি।
বর দেখতে।এমন নামটিও তেমন (যেন) শরতের ঐ চাঁদ-খানি॥
বর-কনে দেখ্ছে সবাই দিয়ে কত টাকা গিনি।
আমি কিন্তু পাব কোথায় নাইকো আমার একটিও আনি॥
(তাই) মনে মনে বলি ঠাকুর, সকলের উপর আছ শুনি।
মনের সুখে রেখো মোদের জামাই-বাবু আর ছোড়্দি-মণি॥

২৫শে বৈশাখ ১৩১৬। খোকামনি

ছোট্ট পিসির বিয়ে।

ছুটলো লো তোর খেলার স্বপণ,
ভাঙ্‌লো সাধের খেলা ঘর।
এখন জ্যান্তো সকল পুতুল নিয়ে,
মনের সাধে খেলা কর্‌॥
বছর খানেক আগে মোরে,
বলেছিলি যে সব কথা।
আমি ভুলিনিকি একটিও তার,
প্রাণে প্রাণে আছে গাঁথা॥
আমার শ্যাম অঙ্গে চেলি মোড়া,
খুলেছিল যে বাহার।
আমি নিজেই দেখে হেসে মরি,
অন্যের কথায় কি দরকার॥
তুই কিন্তু সে সাজ দেখে,
আমোদেতে দিশে হারা।
বলেছিলি যাকে তাকে.
দেখেছ কি এমনি ধারা?
আজ আমার চোক যে জুড়ালো রে,
তুই যে মোদের কনে-রাণী।
"শরদেন্দুর" পাশে বসে,
তার হৃদাকাশের চাঁদ খানি।

অধিক কথা বলবো কি আর,
কথা মুখে না জুয়ায়।
সুখে থেকো মনে রেখো,
"ফিনে" তোমার এই চায়॥
হে দেব ভবানী পতি,
করি ভিক্ষা তব পায়।
এ নব দম্পতী যেন,
আমার নাতির বিয়ের লুচি পায়॥

২৫শে বৈশাখ ১৩১৬। হিরণ

ঠাকুরপো'র বিয়ে।

আয়লো তোরা আয়লো সবাই
ঠাকুরপোর আজ বিয়ে,
মল্ বাজায়ে আয়লো ছুটে
তেল হলুদ নিয়ে,
এ কালের হায় মেয়ে গুলো
বই পড়তেই জানে,
হাঁ ক'রে সব দাঁড়িয়ে কেন
এমন সুখের দিনে,
(ওলো) তেল মাখাতে হাতটা যদি
কানের কাছে যায়
দু চারটে মোচড় দিস্ তায়
কিসের এত ভয় ?

ঠাকুরপো !

(যখন) বিয়ের পরে বাসর ঘরে
নিয়ে যাবে ভাই,
সাম্‌লে একটু চ'লো সেথা
সাবধানের মার নাই,
বন্দী সবাই করবে তোমায়
মেয়ে আদালতে,
বড়ই কঠিন, নাইকো সেথা
জামিন্ কোন মতে,

নাইকো সেথা আইন কানুন
হুকুম শুধু আছে,
না মান্‌লে শ' খানেক হাত
আস্‌বে কানের কাছে,
অধিক কথা বলব কি ভাই
পুঁথি বেড়ে যায়,
যানিয়ে জুনিয়ে সেরে নিও
রাতটা বইত নয়,
এখন পারুল বালা নিয়ে তুমি
চির সুখী হও,
একবার ক'নের পাশে ব'স হেঁসে
আমার মাথা খাও,
মানত করি মা কালীর কাছে
থাক মনোসুখে,
দুজনে মিলে ঘর কর ভাই
সদাই হাঁসি মুখে।

২৫শে বৈশাখ ১৩১৬। বড় বৌদিদি

স্নেহাশীষ।

এস বাবা কালিদাস বধূমাতা লয়ে পাশ,
দোঁহে এস, আজ করি কোলে,
বড় প্রিয় ছিলে যাঁর, কোথা তিনি আজ তোমার,
চলে গেছেন ভুলিয়ে সকলে ॥
বড় আশা ছিল মনে, আসিয়ে তাঁহার সনে,
মনসাধে তব বিয়ে দিব,
বধূ লয়ে ঘরে এলে, সব কাজ রেখে ফেলে,
বরণ করিয়া আমি নিব ॥
বিধি তাহে হ'ল বাম, না পুরিল মনস্কাম,
মন সাধ মনেতে মিশালো,
যত আশা ছিল মনে, সব দিয়ে বিসর্জ্জনে,
কাঁদিতে কাঁদিতে দিন গেলো ॥
সুখ স্বপ্ন স্মৃতি প্রায়, কত কথা মনে হয়,
আরো কত পরাণেতে ভাসে,
কাজ নাই সে স্মরণে, ভয় হয় শুভদিনে,
পোড়া চোকে জল যদি আসে ॥
এস বাবা কালিদাস বধূমাতা লয়ে পাশ,
দোঁহে এস আজি করি কোলে,
দীনবন্ধু দয়াময়, দোঁহে রেখো রাঙা পায়,
আশীর্ব্বাদ করহ যুগলে ॥

তুমিও দেব স্বর্গ হ'তে, স্নেহ ভরে দোঁহা মাথে,
শান্তি বারি কর বরিষণ.
দুখিনীর কি আছে আর, ধান দূর্ব্বা করি সার,
সুখী হও মাত্র, মোর আশীষ বচন॥

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ আশীর্ব্বাদিকা
জেঠাইমা।

সাদর সম্ভাষণ।

(১)

আজি শুভ নিশি
সকলে সম্ভাসি
ভূতলেতে আসি
হইল উদয়।

(২)

সুনীল আকাশে
সাদা মেঘ ভাসে
তারা ফুল হেঁসে
উঁকি মেরে চায়।

(৩)

জুঁই বেলা পাশে
বায়ু ধেয়ে এসে
মনের উল্লাসে
গন্ধ মাখে গায়।

(৪)

সুবাসেতে মিলে
ধীরে ব'হে চলে
সব জীব কুলে
স্নিগ্ধ করে কায়।

(৫)

আজি চারি দিকে
সুখী সব লোকে
হাঁসি হাঁসি মুখে
নেচে গেয়ে যায়।

(৬)

এই শুভ দিনে
কালিদাস সনে
বিবাহ বন্ধনে
বাঁধিবারে তায়,

(৭)

যত পুর বালা
আনন্দে উতলা
লয়ে তরুবালা
বসালেন বাঁয়।

(৮)

সকলেতে মিলে
ঘেরিয়া যুগলে
মনো কুতূহলে
উলুধ্বনি দেয়।

(৯)

মোরাও সকলে
সব কাজ ফেলে
হেরিতে যুগলে
আছি প্রতীক্ষায়।

(১০)

এস কালিদাস
বধূ লয়ে পাশ
সাদর সম্ভাষ
করি দুজনায়।

(১১)

সাধের তরুরে
রেখ হৃদে ধরে
যেন তৃণাঙ্কুরে
ব্যথা না পায়।

(১২)

সংসার আলয়ে
প্রথমে পশিয়ে
ভক্তি যুত হোয়ে
নম বিধাতায়।

(১৩)

হে সতী রঞ্জন
করি নিবেদন
যেন দুই জন
তব কৃপা পায়।

শুভার্থিনী
দিদি।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।

আমার মামা বাবুর বিয়ে।

আমার মামা বাবুর বিয়ে।
বলি আমি মনের কথা শোন মন দিয়ে।
যখন মামা বাবুর বিয়ের চোটে, কল্‌কাং থেকে এলুম ছুটে
পড়লুম এসে রাণাঘাটে, ঠেসে লুচিত দেবোই পেটে
আর যেথা ইচ্ছা সেথা যাব, পেটটা পুরে আঁব খাবো
পুকুর ঘাটে গা ধোব, আছি এ সব ফন্দি এঁটে।
মামা বাবু বিয়ে যখন কত্তে যাবে, বড় যারা উলু দেবে
আমরা সবাই শাঁক বাজাবো, ছোট ছোট মেয়ে জুটে
রাত্তিরটা গোলে মালে, কাটিয়ে দেবো সবাই মিলে
স্যির্য্যি মামা চোক রাঙালে, যাবো বাগান ধারের মাঠে।
বর ক'নের পাল্কী নিয়ে, আস্‌বে যখন বেহারা ধেয়ে
সবার আগে ছুটে গিয়ে, দেখবো আমি প্রথম চোটে
বৌমা (খুড়ি) মামী যখন আস্‌বে ঘরে, বরণ টরণ হলে পরে
তার গলাটি ধরে আমি চুমো খাব দুটি ঠোঁটে।
মনের মতন সাজাবো তায়, তরল আলতা দেবো গো পায়
দেলখোসে ভিজিয়ে দেবো চুলগুলি তার পাটে পাটে
তখন একটা বুদ্ধি করে, মামা বাবুকে আনবো ধরে
বলবো অমন করে দেখছ কারে (বলেই) দিদির কাছে যাবো ছুটে

কেননা মামা বাবু মনে মনে, (যদিও) খুসি হবেন দেখে ক'নে
তবু রাগ হবে লোক দেখানে, (তার) তালটি পড়বেআমার পিঠে,
আবার সকলেতে সরে গেলে, তুলে আমায় নিয়ে কোলে
চুমু খেয়ে দুটো গালে, (বলবেন) এত বুদ্ধি ধরিস পেটে ?
আরো অনেক কথা আছে বটে, (কিন্তু) বলতে কৈ গো পারি ফুটে
মামা বাবুর কিলের চোটে, (তবুও মারেন নি),
এখনো প্রাণ আঁতকে উঠে
মামাবাবু মামী নিয়ে, সুখেতে ঘর কর গিয়ে
আমি তবে আসি গিয়ে, ভুলোনাক এ পাগ্‌লিটে।

স্নেহের লাবণ্য

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।

স্নেহোপহার।

১

কেন বল্ দেখি জ্যোচ্ছনা

বাড়িতে আজ হাঁকাহাঁকি গাড়ী পাল্কী ডাকা ডাকি
লোক জন আস্‌ছে কত না যায় তাদের গোনা
কেন বল দেখি জ্যোচ্ছনা।

২

কেন বল্ দেখি জ্যোচ্ছনা

বাড়ীর ছেলে মেয়ে যত ঘুরে বেড়ায় অবিরত
রং বেরংয়ের পোষাক পরে নিয়ে, হাসি মুখখানা
কেন বল্ দেখি জ্যোচ্ছনা।

৩

কেন বল্ দেখি জ্যোচ্ছনা

বাড়ীর যত ঝি-চাকরে লাল লাল কাপড় প'রে
ছুটোছুটি করে বেড়ায় যেন, কত ব্যস্তপনা
কেন বল দেখি জ্যোচ্ছনা।

৪

কেন বল্ দেখি জ্যোচ্ছনা

কেন ঐ বাজছে সানাই একটু ও নাইক কামাই
বাড়ীতে পিঁড়ের উপর আজ, দিয়েছে আলপনা
কেন বল দেখি জ্যোচ্ছনা।

৫

কেন বল্ দেখি জ্যোচ্ছনা
তোর বর মণি এসে বসে আছে একপাশে
শিকারী বিড়াল যেন তার, ফুলিয়ে গোঁফখানা
কেন বল দেখি জ্যোচ্ছনা।

৬

এখন বুঝ্‌লি ত জ্যোচ্ছনা
আজ তোর বিয়ে হবে কাল তোরে নিয়ে যাবে
আমাদের কান্নাকাটি সে, কিছুই ত শুন্‌বেনা
এখন বুঝলি ত জ্যোচ্ছনা।

৭

তাই ভাবছি জ্যোচ্ছনা
তুই ত বোন্ আমোদ ভরে চলে যাবি শ্বশুর ঘরে
তো বিনে আঁধার বাড়ী থাক্‌তে বুঝি পারবনা
তাই ভাবছি জ্যোচ্ছনা।

৮

কি আর ভাব্‌বো জ্যোচ্ছনা
ভাব্‌চি এই মনে মনে সুখে থাক মণি সনে
মাঝে মাঝে দেখা দিও [তোর] দাদার এই প্রার্থনা
কি আর ভাব্‌বো জ্যোচ্ছনা।

শুভাকাঙ্ক্ষী
১৬ই আষাঢ় ১৩১৬। দাদা

নব রসোদ্গার।

(কিবা) সুন্দর আষাঢ় মাস সকলেরই সুখোচ্ছাস
ভেক কুল আনন্দে ডাকিছে
চারিদিক মেঘে ঢাকা কাক সব করি কা-কা
ছাদে বসি সুখেতে ভিজিছে ;

রাস্তা আর রাস্তা নয় বেগবতী নদী বয়
সব জীবের জলকষ্ট গেছে—
ছোট ছোট ছেলে এসে জানালার পাশে বসে
নৌকা গড়ি জলে ভাসাইছে।

স্কুলের সকল ছেলে ফিরছে সবে দলে দলে
'রেনি ডে' (rainy day) তে 'হাফ্ ডে' মেরেছে,
আফিসের যত বাবু কভু তাঁরা ন'ন কাবু
গাড়ী করে 'সেয়ার' (share) এ চলেছে

বেকার যতেক আছে কাল নষ্ট হয় পাছে
(তাই) নেয়ে খেয়ে আড্ডায় জমেছে
কারো তামাক, কারো সিদ্ধি বাদলা পেয়ে মাত্রা বৃদ্ধি
দম মেরে ভোঁ হ'য়ে বসেছে।

এ হেন আষাড় মাসি শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী
ষোল তারিখ বার বুধবার
বিয়ে হবে জ্যোচ্ছনার জগতের শ্রেষ্ঠসার
যোগ্য পতি মনীন্দ্র যে তার

মণি পাশে জ্যোচ্ছনা (যেন) শ্যামের পাশে কাঁচা সোনা
হেরে সবে আনন্দে ভাসিছে
আকাশে দেবতাগণ দোঁহে করি দরশন
(বর্ষারূপে) শান্তিজল নিয়ত ঢালিছে।

আমরা ইতর জন এসবেতে নাহি মন
(কেবল) উদর আশে লুচি পাশে ঘুরি।
লেডিকেনি সন্দেশ সরভাজা দরবেশ
এদের বালাই নিয়ে মরি॥

সা বাস আষাড় মাস বেঁচে থাক বার মাস
লেংড়া আঁব লইয়া বুকেতে
তোমার কৃপায় আহা দেবতা দুর্ল্লভ যাহা
এ জগতে পাইনু দেখিতে॥

এক্‌পাতে সব গুনি (যেন) তারা ঘেরা চাঁদখানি
হেরিয়া মুনির মন টলে
মুনিবর তাই রোষে চলি গেলা বন দেশে
"মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ" ব'লে॥

জ্যোচ্ছনা মা জননী হও তুমি রাজরাণী
পতি সনে থাক মনোসুখে
যে খাওয়া খেয়েছি আজ রামদাস পায় লাজ
ঢাক্‌পেটু ঠেকে গেল মুখে॥

সোডার বোতল দাও জল্‌দি একঠো গাড়ি বোলাও
আর আমি বসিতে না পারি ।
(আর) কেন বাবা ভিড় কর যত পার কেটে পড়
বর কনের জয়গান করি ।

১৬ই আষাঢ় ১৩১৬ । জনৈক ইতর জন

আমার মেজদার বে।

ছুটি পায়ে পড়ি মা তোর একবার ছেড়ে দে।
বাইরে গিয়ে দেখে আসি, আজ মেজদার বে॥

বর যাত্তর যাবার তরে, ভাল কাপড় জামা পোরে,
কত লোক এসে ঐ কচ্ছে গণ্ডগোল।
আমি কিনা এমনি করে, থাকবো বসে রান্নাঘরে,
কিছুতেই খাবনা আজ শুধু মাছের ঝোল॥

অসুখ আমার সেরে গেছে ডাক্তার বাবু বলে গেছে,
তাই যাচ্চি আজ বাবু সেজে হয়ে নীতবর।
(সেথা) খাব কত লুচি মেঠাই, দই কিন্তু খাবার যো নাই,
খেলে পরে অম্নি ফিরে আসবে যে গো জ্বর॥

কাল সকালে বৌটি নিয়ে, আসবো যখন, আস্‌বে ধেয়ে,
উলু দিয়ে চুমো খেয়ে কোলে নেবে তায়।
বীরেন বাবু তখন তোমার, কারুর কথা শুনবেনা আর,
একটী শিশি বকুল তার ঢেলে দেবে গায়॥

সোনামণি বৌদি আমার, ছুটি পায়ে পড়ি তোমার,
মেজদা যেমন ভালবাসে তেমনি ভাল বেসো।
(এই) দেখ আমি নম কোরে, বলছি ঐ ঠাকুরেরে,
চিরকাল বৌদি আমার এম্‌নি করে হেঁসো॥

হো হো আজকে বড় মজা হয়েছে।

মেজদা আমার বিয়ে করে টুক্‌টুকে বৌ এনেছে ॥

বৌদি (আমায়) কোলে নিয়েছে, চুমো খেয়েছে,

কালাচাঁদ (আমি কালো কিনা) বলে আবার ঠাট্টা করেছে।

হো হো আজকে ভারি আমোদ হয়েছে ॥

বীরেন বাবু

১৬ই বৈশাখ ১৩১৭

(বুঝতে পারে না)

কালাচাঁদ দা।

গোটা দুই কথা।

একি কথা শুনি মহ্না, তোর নাকি বে।
শ্বশুর ঘরে যাবি তুই, ঘোমটা মাথায় দে॥
ভাবি আর হেসে মরি, তুইত দুধের মেয়ে।
বরের সঙ্গে কইবি কথা, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে॥
খেলা ঘরের গিন্নি থেকে, ঘরের গিন্নি হবি।
সকলকে খাইয়ে ধুইয়ে তবে নিজে খাবি?
ওমা আমি কোথা যাব, হাসব কত আর।
(এখনও যে) খাবার পেতে দেরি হলে দেখিস্ অন্ধকার॥
(যা হোক) হর্ পূজে বর মিল্‌লো ভাল, মনের সুখে থাকো।
গোটা কতক কথা বলি বোন, মনে ক'রে রেখো॥
শাশুড়ী ননদ দেওর ঘরে, তাদের যত্ন কোরো।
আর সকলের ভাল তুমি, কোরো যত পারো॥
পতি হলেন পরম গুরু, বেদ পুরানে লেখা।
(তিনি) তুষ্ট হলে জগৎ তুষ্ট, এ কথাটা পাকা॥
কোনরূপে পান্ থেকে তার, চুন্‌টি যদি খসে।
ওরে বাবা কি মাতুনি, কাছে কে তার ঘেঁসে॥
তাইতে বলি কোনরূপে, সাম্‌লে নিয়ে চোলো।
তারে সুখী কল্লে তোমার, দিনটা যাবে ভালো॥
বড় আদরের বোন্‌টী আমার, মনের সুখে রও।
নাতি পুতি কোলে নিয়ে চিরায়ুষ্মতী হও॥

আশীর্ব্বাদিকা

১৯শে বৈশাখ ১৩১৭ দিদি।

আমারে সাধের গিন্নিপনা।

ঠাকুমা বল্লেন, "ছেনুমনি! দিদির তোমার বিয়ে
সবই তোমায় কত্তে হবে ঘরের গিন্নি হয়ে"।
বাবার মা ঠাকুমা, হলেন গুরুর গুরু
(কাজেই) দুর্গা বলে গিন্নিপনা করে দিলুম সুরু।

আমোদেতে মত্ত হোয়ে ঘরের গিন্নি হলুম গিয়ে
আমি গিন্নি তাইত দিদির হোয়ে গেল বিয়ে,
আমার যত গিন্নি পনা সবারিত আছে জানা
পিঁড়িতে দিছি আলপনা দেখ্‌না তোরা চেয়ে।
(যেন) কুমোরের বাড়ি ছাড়ি শ'খানেক কল্‌সি হাঁড়ি
এর উপরে ওটা পড়ি আছে পিঁড়ি ছেয়ে,
সবাই বলে ধন্যি ধন্যি এত নয় কম সামান্যি
নিজের গোমর কত্তে নেই, আমি কি কম মেয়ে?
দালান জোড়া লোক এসে (আরো কত আশে পাশে)
বসে আছে সারি সারি পাতে লুচি নিয়ে,
জলের ঘটি হাতে নিয়ে পরিবেশন কত্তে গিয়ে
হুমড়ি খেয়ে গেনু পড়ে জড়িয়ে পায়ে পায়ে।
পড়ে মলুম; তার উপরে মা ঠাকুরুন কান্‌টি ধরে
মাল্লেন কিল এমনি জোরে পড়লুম আবার শুয়ে,
কাজ নেই আর গিন্নিপনা এ যে বিষম যন্ত্রনা
(কি করি) পেটে খেয়ে দু' চারখানা, থাকি পিঠে সয়ে।

বিয়েটা দেখ্‌ছি বড্ড সোজা; দিদির আবার আরো মজা;
বরের পাশে বস্‌লো বেঁসে সাতটি পাক খেয়ে;
মুখটী টিপে বরের হাঁসি; আজ হোয়েছেন বাঘের মাসি;
নাপিত ভায়া নিলে কোলে জুতো এগিয়ে দিয়ে।
দিদি—এই রকম হাঁসি মুখে দুজনেতে থাক সুখে
ঘরকন্না কত্তে থাক নাতি পুতি নিয়ে,
কাল সকালে তোমায় ধোরে চোরটী যখন যাবে সোরে
জুল্‌ জুল্‌ কোরে দেখ্‌বো মোরা থাক্‌বো ভেব্‌কা হোয়ে

প্রফুল্ল।

৩রা ফাল্গুন ১৩১৭।

আমার অভিমান।

আমি তোমার কাছে গেলে তুলে তুমি নিতে কোলে
আদর করে দু'টী গালে কত চুমো খেতে।
নামিতে চাহিলে আমি নামিতে না দিতে তুমি
কহিতে কতেক কথা হেঁসে মোর সাথে ॥
মামিকে আনিতে আজ পরিয়ে বরের সাজ
হাঁসিমুখে যাও তুমি আলো বাদ্যি নিয়ে।
আমি ভাল পোষাক পোরে ঘুরি তোমার চারিধারে
মুখটী তুলে একটীবারও দেখনাত চেয়ে ॥
(কাল) মামি যখন আসবে হেথা তোমার দুষ্টুমির কথা
বলে দোবো কানে কানে গলাটি তার ধোরে।
মজা টের পাইয়ে দেবো তখন বলবে "চুমো খাবো"
কত রকম করবে আদর নিয়ে কোলে করে ॥
তোমার বিয়ের শেষে ও মাসের ছত্রিশে
দাদু বলেন তাঁর সঙ্গে আমার হবে বিয়ে।
কোন্ কাজটা কখন করি তাইতে এখন ভেবে মরি
মামিকে নিয়ে শীগ্‌গির এস আমি ঘুমুই গিয়ে ॥

"হাসি"।

৮ই ফাল্গুন ১৩১৭।

OUT-POURINGS.

Good evening, MR. DEB! red silk প'রে।
Smiling faceএ, priest পাশে, যাচ্ছ drive করে॥
Blindly তোমায় follow করে, মোরাও যাচ্ছি সবে।
What is the matter? বন্ধু! বল দেখি এবে?
জানি dear জানি all, তবু শুণোমি তব মুখে।
কি রকমে express কর, যে ভাব উঠ্‌ছে বুকে॥
Indeed অহঙ্ক very glad, কথাটা ভাই শুনে।
Marry করে আন্‌ছো brother, beautiful ক'নে॥
লাবণ্য যে better half, ভুলটি তাতে নাই।
যেমন মেঘের পাশে সৌদামিনী, কালার sideএ রাই॥
যাহোক—friend হিসাবে দুটো word, বলি এবে dear
আশা করি তৎসর্ব্বং ভাই করবে তুমি hear.
বিবাহটা বড়ই sweet, যদি রাখতে পার তাজা।
যেমন—Hilsha-fish খেতে তোফা, গরম গরম ভাজা॥
When your dear লাবণ্য, মালা দিবে গলে।
See her in every way, তোমার ঘরে এলে॥
Gratisএ good advice, সদা দিবে তায়।
তোমার সংসার হবে paradise, এ কথা নিশ্চয়॥
Heartএ heartএ Godকে ডেকো, সব কাজে তোমার।
তা'হলে eternal happiness হবে দুজনার॥

এখন কথা গুলো লাগছে sour, বুঝিছি তা ভাই।
বাসরে যাবার time যায়, আমরা তবে যাই ॥
অনেকটা পথ walk ক'রে, ক্ষিদের বেজায় জোর।
"Good night, good dreams", আজ no more, no more.
লুচি মোণ্ডা ঠেসে বুঝি, belly burst হ'লো।
"GOD BLESS THE HAPPY PAIR" ব'লে,
ঘরে ফিরে চলো ॥

"ever dear"
যতীন।

৫ই বৈশাখ ১৩১৮

কাকুর বিয়ে।

রাত পোহালো ফরসা হোলো
ডাকছে যত কাক।
চাষার মেয়ে যাচ্ছে ধেয়ে
মাথায় নিয়ে শাক॥

পূব আকাশে সূর্যি হাসে
সোণার জামা গায়।
ঠাণ্ডা বাতাস ফুলের সুবাস
মাথায় সবার কায়॥

উড়ে রাখাল নিয়ে গো-পাল
মাঠ পানে ধায়।
পুকুর ধারে হাঁস চ'রে
মাছ ধ'রে খায়॥

ছোট ছেলে চোখটী মেলে
মার আঁচল ধরে।
খাবার তরে বায়না ধ'রে
কেঁদে মাৎ করে॥

ছেলে গুলোর কান্নার চোটে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে
বাইরে এসে শুনি আজ বাবুকাকার বিয়ে।
হো হো আজ ভারি মজা থাকগে এখন সাজাগোজা
পান সাজার ভারটা আমায় থাকতে হবে নিয়ে॥

(কিন্তু) পা মেলে কি পারি বস্‌তে সবাই ডাকে "মল্‌তে" "মল্‌তে"
কারে রেখে কারে শুনি তাই ভাবি মনে।
(এই দেখনা) আসছে জিনিস মুটে করে দৈ আসছে ভারে ভারে
তুলে নিতে বল্লে বলে "তুই নেনা গুণে" ॥

দাদামণি হুঁকো ধ'রে ঘুরে বেড়ান চারি ধারে
ভুড়্ ভুড়্ করে তামাক টেনে করেন হুকুম জারি।
(আমার) বাবার মুখটী বড় মিষ্টি যেন করেন মধু বৃষ্টি
"আসুন মশাই বসুন" ব'লে কচ্চেন খাতির ভারি ॥

মা ঠাকরুণ দলে বলে বাবুকাকার কান্‌টী ম'লে
উলু দিয়ে শাঁক বাজায়ে বর সাজালেন তায়।
টাকাসিঁথে মাথার উপর তার উপরে আবার টোপর
বাহার দেখে কার্ত্তিক ঠাকুর হার মেনে পালায় ॥

এমন সময় ঠাকুমা এসে বল্লেন তাঁরে হেঁসে হেঁসে
"আলো ক'রে চারিদিক কোথা যাও ধন"।
লজ্জায় মাথা হেঁট করে বল্লেন কাকু ধীরে ধীরে
(যাচ্চি) "দাসী এনে তোমার পায়ে কত্তে সমর্পণ" ॥

ল্যাণ্ডো গাড়ি যুড়ি ঘোড়া সকল গায়ে চেলি মোড়া
বরকে নিয়ে চ'ল্লো ছুটে সোঁ সোঁ সোঁ।
আয়লো তোরা আয় সবাই ভিতরেতে আর কিছু নাই
বাইরে গিয়ে বাজাই শাঁক পোঁ পোঁ পোঁ ॥

আজ দুর্গার অধিবাস আজি দুর্গার বিয়ে
(কাল) মা দুর্গা আসবেন ঘরে সুখ ঐশ্বর্য্যি নিয়ে।
তেত্রিশ কোটী দেবতা মিলে সুখে রেখ এ যুগলে
একটু বসে আমি এখন হাঁফ ছাড়ি গিয়ে॥

২৫শে বৈশাখ ১৩১৮ মল্লিনামাধুরী।

"মনের কথা"।

বাজলো ঢোল উঠলো রোল
"মল্‌তের" আজ বিয়ে।
ওলো "ছেনি" আয় এখুনি
কাজ সেরে নিয়ে॥

পোড়ার দশা! "বুড়ির" আশা
করা দেখছি মিচে।
কল তলাতে গামছা হাতে
এখনো কাপড় কাচে॥

ছেলের দলে খেলা ফেলে
রাস্তায় দাঁড়ায় ঐ।
এলে গাড়ি তাড়াতাড়ি
(বলে কৈ গো বর কৈ॥

আল্‌তা পায়ে মল বাজায়ে
চল্‌লো সবাই চল।
বরটী এলে সবাই মিলে
তার দেখবো কত বল॥

(যেমন) লঙ্কা মাঝে বীরের সাজে
মেয়ে সেপাই কুল।
হনুমানে নাকে কাণে
দেখায় সর্ষে ফুল॥

(তেমনি) "মল্‌তে"-চোরে কানটি ধরে

মোরা সবাই জুটে।

ক'নে তুলে দেবো কোলে

(আর) ফেলবো তাল পিঠে॥

ও "মলিতে" তোর কবিতে

ভুল্ যে ভাই হয়।

"পেট ঢেবুয়া" "গাল ফুলুয়া"

বর ত তোর নয়॥

পূজলে হর পেলে বর

মনের মত তাই।

(এখন) নিয়ে তাকে মনোসুখে

ঘর করগে ভাই॥

উলু দিয়ে শাঁক বাজায়ে

লুচি পেটে ঠেসে।

আমোদ ভরে চল্ ঘরে

(তোরে) রেখে বরের পাশে॥

খেলির দল

২২শে আষাঢ় ১৩১৮।

আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

হঠাৎ যেমন পাশটী ফিরে চাইনু চোখ ধীরে ধীরে
আকাশ কোলে দেখনু যেন আছে একটু রাত
বইছে মৃদু মন্দ বায় ঠাণ্ডা কচ্ছে সবার কায়
পাখী সকল বলছে ডেকে আগত প্রভাত।
মুদে এলো চোখের পাতা স্বপন দেবী অমনি তথা
অজ্ঞাতে আসন নিজ করিয়া স্থাপন
অপূর্ব্ব দেখালেন মোরে নাহি শক্তি বর্ণিবারে
অশক্ত লেখনী মোর করিতে লিখন।
দেখি এক দিব্যস্থান সুগন্ধেতে ভরা
মনোসুখে আছে তথা যতেক অপ্সরা।
দিব্য ছন্দে স্তুতি গাঁথা গায় অবিরাম
ঋষিগণ বেদপাঠ করে অবিরাম
বয়ে যায় মন্দাকিনী করি কুলুধ্বনি
বিমোহিত হয় প্রাণ পাখী তান শুনি
রৌপ্য বৃক্ষে স্বর্ণ শাখে মুকুতার ফল
তার তলে সৌদামিনী স্থির অচঞ্চল
সীমন্তে সিন্দুর শোভে হাতেতে কঙ্কন
পরণে লোহিত বাস উজ্জ্বল চিকণ
হাস্যমুখী মূর্ত্তিমতী যেন গো করুণা
(কি দেখিনু আর কি তা দেখিতে পাবনা)
আগুবাড়ি বলিলেন দেখিয়া আমায়
আয় মাগো—মা আমার আয় কোলে আয়

কি মধুর কণ্ঠস্বর (যেন) বাজিল রে বীণা
(কি শুনিনু আর কি তা শুনিতে পাবনা)
কতক্ষণ কোলে রাখি কহিলেন ধীরে
"ভুলেছ কি ফিনু মা! তোর পিসিমারে?
আজ মাগো আমাদের আনন্দের দিন
মৌরলা পাবে মা বর সুন্দর নবীন
বড় ভাগ্যবতী মা মৌরলা আমার
যোগানন্দ পতি তাই হইল তাহার
এ শুভ মিলনে মোর প্রতিবেশীগণ
দেখ মা আনন্দে আজ কতই মগন
এস মা এস মা আজ বোলো মৌরলাকে
হেথা থেকেই আশীর্ব্বাদ করিনু তাহাকে
অক্ষয় অটুট সুখ হোক দুজনার——"
শাঁকের রবে জেগে দেখি রাত নাহি আর।

ফিনে।

আষাঢ়, ১৩১৮।

BRIDAL TOURNAMENT

Winner—শ্রীমান পঞ্চানন Referee—শ্রীশ্রীপ্রজাপতি

1st Round

"বাইয়ার' বিয়ে অন্ত অবশ্যই চাই পদ্য
সন্দেশ যেমতি চাই, দধি পাতে পেলে।
কিন্তু (হায় বিধি) একি দেখি ঝকমারী, যেটা এত দরকারী
সে পদ্য লিখিতে শক্তি, কেন নাহি দিলে॥

2nd Round

"বাইয়ার" বিয়ে অন্ত লিখিতে হইবে পদ্য
কি লিখি, কেমনে লিখি, তাই ভাবি মনে।
ভেবে ভেবে অবশেষে ভাঁড়ারের পাশে ব'সে
করিনু পরমাত্মা সেবা, অতি সযতনে॥

3rd Round

"বাইয়ার" বিয়ের পদ্য আমিই লিখিব অন্ত
(তাই) সেজে গুজে বসে গেনু, কলমটা হাতে।
পরমাত্মার কৃপায় আহা (স্বপনে ভাবিনি যাহা)
চলিল লেখনি মোর কে পারে থামাতে॥

Semi Final

"বাইয়ার" বিয়ে অন্ত দেখনা লিখেছি পদ্য
আভাসে কিঞ্চিন্মাত্র শোন হে সবাই।
"এ-এ-হে শুভ শ্রাবণের শেষে আজ মাসের পৌচিশে
"বাইয়ার" বিয়েতে সবে লুচি খাবে ভাই"॥

Final

"বাইয়ার" বিয়ে অন্ত, কেমন লাগিল পন্থ ?

(এখন) সবাই বল একবার হাত-জোড় করি।

"হে বাবা জগন্নাথ ! "বাইয়া" যেন মাছ ভাত

মনের সুখেতে খায় একশো বছর ধরি "।

২৫শে শ্রাবণ ১৩১৮। On Looker

কিছু মিছু।

ওলো বিভি! তোর ত বিয়ে (কিন্তু) আমি যে ভাই মরি।
পদ্য ত একটা লিখতে হবে—(এখন) কারে গিয়ে ধরি॥
নিজের বিদ্যের যত দৌড়, জানি মনে মনে।
দুটো কথা জুড়তে গেলে, হাঁপিয়ে উঠি প্রাণে॥
বাড়ীর যিনি পুরুষ মানুষ, তোর ভাই, লো! ভাই।
কবিতাতে "কেশব সেন" বলিহারি যাই॥
আমি লিখলে দুটো কথা, তিনি লেখেন একটা।
কলম ছেড়ে বলেন "এর শক্ত আর কোনটা?"
বুকের মাঝে ভাবের লহর, উঠছে পড়ছে যত।
পদ্যে না হয় গদ্যে, আমি, লিখবো কতকমত॥
খোসামুদি কোর্‌বো না আর, আরে ছি ছি ছি।
"রবি" "নবীন" সবাই হ'লে, তাঁদের গুমোর কি?

আজি শুভ দিনে
হে অতিথি "ফার্ষ্ট বুক" নাতি।
এস ভাই! হাঁসিমুখে।
বিভাতে মিলিতে আজি
রাখিতে তাহারে সুখে॥

স্নেহের ঠাকুরঝি মোর
বড়ই আদরে গড়া।
আজিকে লইলে কিনে
শুধু. দিয়ে মালা ছড়া॥

শিখাইয়া দিয়ো যাহা
সংসারে শিখিতে হয়।
আজি হ'তে তোমারি ত
ছুটিতে ত পর নয়॥
আয় বিভা! দেখি তোরে
বড়ই সেজেছ আজ।
নব বস্ত্রে সিন্দুরেতে
পরেছ নূতন সাজ॥
চাহিনা সাজাতে তোরে
সোণা মণি মুকুতায়
ও গুলো কঠিন বড়
ব্যথা পাছে লাগে গায়॥
ফুলময়ী বোন মোর!
ফুল-মালা গলে পর।
ধরম সরম ফুলে
ঘর আমোদিত কর॥
সুখে পর রাঙা শাড়ী
হাতে লোহা সয়ে থাক্।
চিরদিন সিঁথি যুড়ে
অক্ষয় সিঁন্দুর থাক্॥

বউদিদি

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯।

"হুকুম তামিল"।

"টো টো" কোম্পানীর আফিস থেকে, সাঁঝের বেলায় এসে ফিরে
জামা জুতা খুলে ফেলে, বসে আছি অন্ধকারে
রাস্তার ধারের জানলা খোলা, আস্‌ছে বাতাস ধীরে ধীরে,
এতেই প্রাণটা ঠাণ্ডা হোলো, চাঁদের আলো তার উপরে।
চুপ করে কি আর থাকা যায়, হুঁ হুঁ করে মারলুম্ তান
বিধির কানে পৌছিল তা, বিঁধ্‌ল তাতে কোমল প্রাণ।
"চিঠি আছে" "চিঠি আছে" বেজার হয়ে দুবার হেঁকে
ডাক পিয়াদা কি ফেলে দিলে, লাগ্‌ল এসে আমার নাকে।
তুলে দেখি আমার বটে, দিব্যি এক খামে মোড়া,
খুলে দেখি হুকুম জারি, কিন্তু বড় বেজায় কড়া।
কার চিঠি কোত্থেকে এলো, এটা বলা বেশীর ভাগ
পষ্ট বল্‌তে ভরসা হয় না, শুনলে পাছে হয় গো রাগ।
ঠারে ঠোরে বল্‌তে পারি, তাঁর ভায়ের বিয়ে এই মাসে
এখন, পদ্য একটা লিখতে হবে, পড়্‌লে যেটা সবাই হাসে।
ভাবছেন তিনি আমার উনি, পদ্য লেখায় লায়েক ভারি,
বড়াই করে সবার কাছে, তাঁর হয়েছে জারি জুরি।
এ দিকে যে অষ্ট রম্ভা, ভাঁড়েতে যে মা ভবানী
এটা সেটা দেখে লিখে, লোকের কাছে ফর্ ফরানি।
(যাহোক্) মানের কান্না বিষম কান্না পদ্য একটা লিখতে হোলো
(এই) মানের দায়ে দুর্য্যোধনটা সবংশেতে চোক উল্টোলো।
(কিন্তু) মাথা থেকে পদ্য লেখা, এযে দেখ্‌ছি বিষম দায়
মিলের বেলায় ফাটা ফাটি, একটা যোল আনটা নয়।

তাইতে ডাকি ওমা চণ্ডি, এ বিপদে বাঁচাও এসে।
(নইলে) মরবো পায়ে মাথা কুটে পড়ে যাবি পুলিস কেসে।
ভাবের জন্য ভাবিনা মা, দেখনা কত লিখে ফেলি
কিছু দেখতে হবে না তোর, বজায় রেখো মিলন গুলি।
বেনামিতে লিখ্‌লুম মাগো, বিয়ের মন্ত্রে যা দরকারি
মলয় বায় ফুলের সুবাস, উলুধ্বনি টিট্‌কারি।
বেনামীতে আশীর্ব্বাদ, সেটা বেজায় বাড়াবাড়ী
সে ভারটা, তোরে দিয়ে মা, নিজের ছুটো বুলি ঝাড়ি।

সৌরেন dear করোনা fear
যখন darling তোমার আছে পাশে
(সে যে) তোমার প্রেমের boatএ helm হাতে
বস্‌লো দেখ right place এ
এখন two together, do not care
Enjoy শুধু না করে fight
মোরা চল্লুম ঘরে ধীরে ধীরে
Wishing (you) both goodnight.

সতীশ

২৫শে শ্রাবণ ১৩১৮।

আশীর্ব্বাদ।

সুবোধ!

চোখের আড়াল হ'লে কি ভাই,
প্রাণের আড়াল হয়ে যায়?
ভাব্‌ছি সদা তোদের কথা,
ভেবেই কত সুখ হয়।
শুন্‌লুম আজ তোমার বিয়ে,
"সুখী হও দুই জনে।"
(দূরে থেকে) আশীর্ব্বাদ করি আমি,
শুচি হয়ে কায়মনে॥

দয়াময়! করযোড়ে করি নিবেদন।
এ নব যুগলে কৃপা কর বিতরণ॥
যে প্রেমে বেঁধেছ তুমি বিশ্ব চরাচরে।
বেঁধে রাখ দোঁহে, প্রভু! সেই প্রেম ডোরে

দিদি

২৯শে শ্রাবণ ১৩১৮।

শোধ বোধ।

(১)

যখন সন্ধ্যে বেলা ঢুলতুম্

আর রগড়াতুম্ চোখ্

বাবা বল্‌তেন্ চোটে মোটে

"ওরে আহাম্মোখ্।

এরই মধ্যে তোর্ এলো ঘুম্

(এখনও) বাজেনি আট্‌টা ?"

(আর) মামাবাবু মলে দিতেন্

ধরে মোর কাণ্‌টা।

তখন মনে হ'ত খালি

(কেন) হলুম্‌না আমি

বাবা কিম্বা মামাবাবু

(আর) ঐ দুজন আমি।

(২)

আজ্‌ও আটটা বেজে গেছে

(তবু) পায়নি আমার ঘুম,

বাবা ভারি ব্যস্ত কাজে,

(আজ্) বাড়ীতে মহা ধুম্।

(আর,) মামাবাবু চারিদিকে

বেড়াচ্ছেন্ ঘুরে।

হাঁফ্ ছাড়াতেই পাচ্ছেন নাকো

কাণ্ টান্‌বেন্ কি করে' ?

দিদির বিয়েতে সব জব্দ

খালি, আমারই খুব মজা !

এই তকে বই হারিয়ে

খাচ্ছি খাজা গজা।

কিন্তু, এঁদের এখন্ কষ্ট দেখে

হচ্ছে আমার বোধ্।

চোখ্‌রাঙানি কাণ্ টানাটার্

বেশ হয়েছে শোধ্।

১৭ই শ্রাবণ ১৩১৯। কেমন্ জব্দ ?

ভুনিয়া।

স্নেহাশীর্ব্বাদ।

শিবার্থীর শিবদাতা শিব কল্পতরু,
পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম-শিক্ষাদাতা-গুরু,
মেনকা বালিকা প্রেম-পূজাপুলকিত,
থাকুন দম্পতী প্রতি প্রসন্ন নিয়ত ॥

হে বিধাতঃ!

তোমারই স্বজিত বিশ্ব তুমিই সকলাধার
পাল তুমি বিধির বিধানে।
তাই তব পদাম্বুজে এ যুগল নবাম্বুজে
অর্পিনু হে রাখিও চরণে।
দেব গুরু দ্বিজ পাশে করপুটে নিবেদন
আশীর্ব্বাদ কর নিজ গুণে,
এ নব দম্পতি যেন রহে সদা চিরসুখী
হরগৌরী যথা সম্মিলনে।

১৮ই শ্রাবণ ১৩১৯।

আশীর্ব্বাদিকা—
রাঙা মাসীমা।

আমার দিদির বিয়ে।

হা হা হা ভারি মজা কেমন গেছে সাজা গোজা
ঘুরে বেড়াই আমরা সবাই, হাসি মুখ নিয়ে
কেন, বুঝি জাননাক ? (আমার) দিদির যে আজ বিয়ে!

মাষ্টার মশাই পায়ে পড়ি, আজ আমাকে দি'ন্ ছাড়ি
বাইরের ঘরে একটু বসুন, যাবেন খেয়ে দেয়ে :
আপনি বুঝি শুনেন্‌নিকো, দিদির আমার বিয়ে!

গেটের উপর নবৎ বাজে, ব্যস্ত সবাই নানান্ কাজে
লোকজন আস্‌ছে কত, চারি দিক্ দিয়ে
আমোদ করে বেড়ায় সবাই, (আমার) দিদির কিনা বিয়ে।

বরটি এসে বসবে যেথা, কি সুন্দর সাজিয়েছে তা
লতা পাতা ফুল আলো, আর কত কি দিয়ে
গানের সুরে কনসার্ট বেজে, (বলে) দিদির যে গো বিয়ে।

ভাজ্‌ছে লুচি ঝুড়ি ঝুড়ি, রাধাবল্লভ ছড়াছাড়ি
খাচ্ছে, ফেলছে, দিচ্চে কত, যাচ্ছে সবাই নিয়ে।
ওগো! না খেয়ে কেউ যেয়োনাকো, (আমার) দিদির যে আজ বিয়ে।

বরের নামটি অনিলকুমার, দেখতে শুনতে খুব চমৎকার
চশমা নাকে হাসি মুখে, দেখছেন চেয়ে চেয়ে
কনের সাজে দিদিকে মোর; তার কিনা আজ বিয়ে!

বর হয়েছে মনের মত, তাইতে দিদি খুসি কত
কোট্ করেছে জল খাবেনা, বরকে না খাইয়ে
মুখটি শুকিয়ে গেছে দিদির, (আহা) কখন হবে বিয়ে ?

কাল কিন্তু সকাল বেলা, কেঁদে করব ঝালা পালা
(যখন) দিদিকে নিয়ে চলে যাবে, হলে বাসি বিয়ে।
কার সঙ্গে করব ঝগড়া, খেলব কারে নিয়ে ?

কাজ কি আজ সে সব কথায় ? বিয়ের বুঝি সময়টা যায়,
পুরুত ঠাকুর বিয়ে দিন, হাতে হাত দিয়ে।
(এখন) বর নে যাওগো বাসর-ঘরে, সবাই উলু দিয়ে।

কালীঘাটের হে মা কালী ! হাতটি জুড়ে তোরে বলি,
হাসি মুখে দেখ্ না মাগো ! ওদের দিকে চেয়ে !
(দিদি) দশে শূন্যি বছর হামুক, মাছ ভাত খেয়ে॥

১৭ই শ্রাবণ ১৩১৯। "দুনিয়া"

পাতুরাণীর বিয়ে।

(১)

মামার বাড়ী ভারি মজা
ক'দিন ঠুস্‌চি পেট্‌টা ভরে,
মামারা সব ব্যস্ত ভারি
মেয়ের বিয়ের তরে।
("পাতুর" বিয়ে হবেরে)

(২)

লুকিয়ে ছিল "সুজয়েন্দ্র"
সহরের এক টেরে,
খুঁজে খুঁজে দাদা ম'শায়
বের কল্লেন তারে,
(যেন গরু খোঁজারে)

(৩)

বোনটী আমার ভারি খুসী
বরের নামটী শুনে,
হাঁসি মুখে বেড়ায় ঘুরে
সেজে বিয়ের ক'নে।
(আমোদে ফুটি ফাটারে)

(৪)

আবার বসে আছে উপোষ করে
আজকে সকাল থেকে,
কোট ধরেছে খাবেনা কিছু
বরটাকে না দেখে,
(আহা, কত কষ্ট হচ্চেরে)

(৫)

ক'নে দেখে বোনাই বাবু,
একটী গাল হেঁসে,
চেলীর খুঁটে আঁচলটী তার
বেঁধে নিলেন কসে,
(যেন কেউ কেড়ে নেবেরে)

(৬)

বড় স্নেহের বোনটী মোদের
নিলে বোনাই বাবু,
যত্ন করে রেখ কিন্তু
(নইলে) করব তোমায় কাবু।
(কথাটা মনে রেখোরে)

(৭)

মুখ তুলে চাও হে গোপীনাথ!
"সুজয় সুষমার" দিকে,
এরা তোমার কৃপায় থাকে যেন
সদাই মনের সুখে।
(ভায়েদের এই মিনতি রে)

(৮)

এত আমোদে বড় মামার
মনে নাইক সুখ,
মেজ মামার হাঁক ডাকেতে
কেঁপে উঠছে বুক,
(এখন লম্বা দিই রে)

(৯)

আমোদেতেই পেট ভরেছে
কেবল, একটী কোন থালি,
তাই গরম গরম লুচি দুখান
বদনে দিই তুলি।
(নইলে ঘুম হবেনারে)

১২ই বৈশাখ ১৩২০। "বিশু দা"।

হ্রেষারব।

সাবাস বোশেখ মাস পাঁজির first boy
আমি অতি অভাজন আমার মত thousand
এলেও বর্ণিতে নারে তব গুণচয়
Still to describe you মোর সাধ হয়
গগনের চাঁদে হাত বামনের প্রায়।

তাই মাগো বীণাপানি শতদল বাসিনী
বড় আশা করে আজ পরিয়ে কবির সাজ
এসেছি মা তব দ্বারে হাতেতে লেখনী
পুরাও মনের সাধ বাল্মিকী জননী।

সাবাস বোশেখ মাস সদা প্রাণ হাঁস ফাঁস
গরমের চোটে গায় ফোস্কা হয়ে যায়
চারি দিকে সব স্তব্ধ কেবল "বরফ" শব্দ
ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে বাতাসে মিলায়
তবুও বোশেখ মাস বাখানি তোমায়।

তবুও বোশেখ মাস বাখানি তোমায়
তোমার কোমল কোলে কেমন পটল দোলে
কেউ তোলে কেউ দেয় উদর সেবায়
এক মুখে তব গুণ কহনে না যায়
(শতমুখী হলে পরে তবে যদি হয়)

আর যে মেলাতে নারি ওহে মাসরাজ
বর্ণিতে তোমার গুণ হয়ে গেছি নিম খুন
বুঝেছত মনোভাব কথায় কি কাজ
তাই হনু ক্ষান্ত হেথা দিওনা আর লাজ।

স্বাগত হে মাস শ্রেষ্ঠ! প্রণামি তোমায়
অভাগা "আইবুড়ো" দলে যেওনা হে পায়ে ঠেলে
সবে না হয়, "মণিরে" পার কর দয়াময়
হাড্ডিসার হয়েছে তার "স্মৃতি" তাড়নায়।

Good evening মণি বাবু! গাল ভরা যে হাসি
কালীঘাটে যাচ্ছ নাকি পরে বারাণসী
সঙ্গে কেন লোক লস্কর বেঁধেছে কি লুসাই সমর
(অথবা) সোনার থাতে যাচ্ছ তুমি আনতে সোনা রাশি
বলনা ভাই কিসের জন্যে এত হাঁসি খুসি।

ঈস্! একটী বারও মোদের পানে চাওনা যে হে কি কারণে
ভস্ম হয়ে যাবো নাকি দেখলে হাঁসি রাশি
যে "স্মৃতিতে" এত হাঁসি (সেই) "স্মৃতি" তোমার বুকে বসি
উপড়াক তোমার দাড়ি মোরা দেখেই হব খুসি
(বুঝলে বন্ধু) আমরা তোমার হাঁসিমুখ বড়ই ভাল বাসি।

তোমার "স্মৃতি" তোমাতে থাক সুখে বুকে কাল কাটাক
এখন মোদের ছাড় বন্ধু আমরা তবে আসি,
কি বল্লে? পাত হয়েছে? গরম লুচি?
ও বন্ধু আমরা তাইত ভাল বাসি,
মোরা ওই জন্যেই ত আসি—
আমরা এই খানেতেই বসি—

১২ই বৈশাখ ১৩২০। ভূতপূর্ব্ব সঙ্গী
"আইবুড়র দল"